Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৪শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই মাঘ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 22nd Jan. 1958 { ৩৫শ সংখ্যা
২রা মাঘ ১৮৭৯ শকাব্দ

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ত প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ ছুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়
রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

ভাষা ও ভাষণ

গৌহাটীর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসীদের প্রধান অস্ত্র ভাষণের জন্য হিন্দী ভাষার উৎকর্ষসাধনের ব্যাপার লইয়া বাংলার সুবিখ্যাত দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা" কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত যে পত্র প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নিউ ইয়র্কের হোটেল "এনগনোকুইন" হইতে লিখিয়াছিলেন তারই অবিকল আলোক চিত্র প্রকাশ করিয়া অনেকের অনেক ধাঁধা ঘুচাইলেন। হিন্দীকে সব ভাষার উপরে তুলিবার প্রচেষ্টা কত দিন হইতে চলিতেছে তাহা এই পত্র হইতে সকলের বোধগম্য হইবে। পত্রখানি কবীন্দ্র আগরতলার উমাকান্ত একাডেমির তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। আমরা আমাদের পাঠকগণের জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

কল্যাণীয়েষু

তুমি যে কাজে আমাকে আজ আমন্ত্রণ করিয়াছ সে কাজ আমি পঞ্চাশ বছরেরও উপর হইল গ্রহণ করিয়াছি। আমি যখন বাংলা লিখিতে সুরু করিয়াছি তখন আমার বয়স সাত। বাংলা ভাষাকে ব্যাপক করিবার একমাত্র উপায় বাংলা সাহিত্যকে মহীয়ান করিয়া তোলা। সে কাজে যদি আমি কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিয়া থাকি তবে ভারতে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। বীজ বপন করা আমাদের হাতে আছে কিন্তু গাছ যখন বাড়িয়া উঠে তখন শিকড় ছড়াইবার এবং ডাল মেলিবার ভার সে আপনিই গ্রহণ করে। গান্ধি মহাত্মা হিন্দি ভাষা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলনের জন্য নানা চেষ্টা বিস্তার করিয়াছেন, সে চেষ্টা যদিবা আজ জাগিয়া উঠে কাল তাহা ম্লান হইবার কোন বাধা নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ভারতের সকল প্রদেশের লোক আপান শিখিতেছে কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে নাই। যতদিন বাংলা দেশে প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইতে থাকিবে ততদিন বাংলা ভাষা আপনার আলোকে আপনি দশদিক উদ্ভাসিত করিবে। ইতি ৭ই পোষ ১৩২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আনন্দবাজার পত্রিকা"

তেইশে জানুয়ারী

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আমরা তাঁহার জন্মদিনে সংক্ষেপে অনেক কথাই আমাদের পাঠকগণের গোচরে এনেছি। তিনি কখনও কোনও উদ্যমে সহজে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নাই। পদে পদে বাধা পেতে হয়েছে। তবে এক কথায় বলতে গেলে সুভাষচন্দ্র কখনও পিছিয়ে যাবার লোক ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীযুগে গান্ধীমণ্ডলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হ'য়েছিল। শেষ অবধি কংগ্রেস হইতে বহির্গত হইতে হইলেও গান্ধীজীকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ডাঃ পট্টাভি সীতারামীয়ার সুভাষের নিকট পরাজয়ে "দিস্ ইজ্ মাই ডিফিট্" এই কথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মোসলেম লীগের শাসনকালে নাজিমুদ্দিনের সতর্ক পুলিশ পাহারার চক্ষে ধূলি দিয়া, বাটীর পরিবারস্থ সকলের অগোচরে বাহির হইয়া কোথায় গেলেন কেহ তাহার সন্ধান জানিতে পারিলেন না। এইভাবে পলাইবার কতদিন পূর্ব্ব হইতে বাড়ীর মধ্যে মৌনভাবে অবস্থান করিয়া মুখভরা দাড়ি লইয়া আফগানিস্থানের অধিবাসী কাবুলী পাঠানের মত চেহারা করিয়া খাইবার পাশের পথের পথিক হইলেন। কাবুলী হইয়া আফগানীস্থানের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। তিনি পোস্তো ভাষা জানেন না। আফগানরা তাঁহার ভাষা শুনিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিবে বলিয়া যতদিন উক্ত দেশ দিয়া চলিতে হইয়াছে মূক বধির (বোবা কালা) হইয়া দিনপাত করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র কোথায় গেলেন এই চিন্তা ঘরে ঘরে সকলেই করিতে করিতে একদিন জার্ম্মানী হইতে বেতারের তারে সুভাষচন্দ্রের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেখান হইতে সাবমেরিণ সাহায্যে আসিলেন সিঙ্গাপুরে, সংগঠন করিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ রাজ্য। এখন তাঁর কি হইল ভারত সরকার সন্ধান করিয়া স্থির করিলেন তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। তাঁহার চিতাভস্ম এখন সম্মানিত হইতেছে। আমাদের এক স্বজন সেদিন শিঙ্গাপুর জাপান প্রভৃতি দেশ প্রত্যাগত সন্ন্যাসীকে আমাদের সম্মুখে নেতাজীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন নেতাজীর জীবন সহাস্যময়। কার্য্যাবলী রহস্যময়। এখনও সে রহস্য, রহস্য হইয়া থাকিলে ক্ষতি কি! আমরা তাঁহার সম্বন্ধে মুদ্রিত পদ্যবদ্ধ কবিতা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি—

"সহিয়াছ খুব কহিব কি বল
রহিয়াছ যথা সুখেতে রহ।
মন্দ কবির ছন্দবিহীন
বন্দনা সহ ফুলটি লহ।"

জয়তু নেতাজী! জয়তু নেতাজী!!

জয়তু নেতাজী !!!

ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয়ে দণ্ড

সুতী থানার স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের অভিযোগক্রমে গত ৬ই জানুয়ারী জঙ্গিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয় করার অপরাধে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে ১০৲ দশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

শ্রীশম্ভু সাহা, সাং ইমামবাজার

শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা, সাং খিদিরপুর

শ্রীসীতেশচন্দ্র সরকার, সাং অরঙ্গাবাদ বাজার

শ্রীফণিভূষণ সাহা, সাং চাঁদনীচক

সোনারপুর-আরাপাঁচ জলনিকাশ পরিকল্পনা

—০—

বাঙলা নদীনালার দেশ। বঙ্গবিভাগের পর যদিও বাঙলার অধিকাংশ নদী পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে, পশ্চিমবাঙলার নদীসংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এই সব নদী জলনিকাশের এক একটি প্রশস্ত পথ। পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণাংশের নদীগুলিতে জোয়ারভাঁটা খেলে। এইসব নদীর জল জোয়ারের সময় দুকুল ছাপিয়ে আশেপাশে পলি ফেলে দিত কিন্তু নানাবিধ বাঁধ বাধায় এবং অন্য নানাকারণে কয়েকটি নদী তীরস্থ জমিতে আর পলি ফেলতে পারত না। ফলে নদীবক্ষে পলি পড়ে পড়ে নদীর তলদেশ এত উঁচু হয়ে পড়েছে যে বহু জায়গায় বড় বড় চাষের জমির আর জলনিকাশ হয় না—সেগুলি ক্রমে পঙ্কভূমি বা পাঁকের ডাঙ্গা হয়ে পড়ে। সেখানে কোনরকম চাষও চলে না বা মাছের ভেড়ী করাও যায় না।

কলিকাতা থেকে ১২।১৩ মাইল দূরে, ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর ও বারুইপুর থানার মধ্যে এইরকমের একটি প্রকাণ্ড জলাভূমি বা পঙ্কভূমি গড়ে উঠেছিল। তিন চারফুট পাঁকের উপর একফুট দেড়ফুট জল। এই ভূখণ্ডের উত্তরে বিদ্যাধরী নদী ও আদিগঙ্গা; পূর্বে মাতলানদী, দক্ষিণে পোর্টক্যানিং, উত্তরভাগও বারুইপুর এবং পশ্চিমে বারুইপুর-গড়ে রোড। এই জলাটির বিস্তৃত ১০৫ বর্গমাইল জুড়ে। এই স্থানটি বরাবর এরকম পঙ্কভূমি বা জলাভূমি ছিল না—পাঁচশ বছর আগেও এখানে নানাবিধ শস্যের সুন্দর সুন্দর ক্ষেত ছিল এবং প্রচুর শস্য জন্মাত। কলিকাতার বৃষ্টি ধোয়ানো জল ও ময়লা জল ফেলে ফেলে বিদ্যাধরী, মাতলা, পিয়ালি প্রভৃতি নদীর তলদেশ এত উঁচু হয়ে গেল যে এই নদীগুলি আর আশপাশের জলনিকাশ করতে পারল না এবং এই বৃহৎ জলাভূমিটি তৈরি হ'ল। এই জলাভূমির কল্যাণে ম্যালেরিয়া ও নানাবিধ ব্যাধি ভীষণরূপে চারপাশে দেখা দিল। এইসব নদীতে কলিকাতার জলনিকাশ-ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ১০৫ বর্গমাইল ব্যাপী জমিটির জলনিকাশের ব্যবস্থা করে এইটিকে পুনরায় চাষের উপযোগী করার মনস্থ করেন এবং সোনারপুর আরাপাঁচ পরিকল্পনার পত্তন হয়। বঙ্গবিভাগের পূর্বে বৃহত্তর কলিকাতার জলনিকাশ সমস্যা সমাধান করার জন্য নিয়োজিত একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সোনারপুর-আরাপাঁচ পরিকল্পনা তারই একটি অংশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের খাদ্যবৃদ্ধি করাটাই সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য বলে স্থির হ'লে, সোনারপুর-আরাপাঁচ পরিকল্পনাটি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হয়। পরিকল্পনাটির ব্যয় বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

কাজ আরম্ভ করার পর স্থির হয় যে উপস্থিত ৫৭ বর্গমাইল জমির জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হবে। এই জমিটির উত্তরে বিদ্যাধরী নদী ও আদিগঙ্গা, পূর্বে পিয়ালীনদী, দক্ষিণে উত্তরভাগ বারুইপুর রোড, এবং পশ্চিমে বারুইপুর গড়িয়া রাস্তা।

পিয়ালী নদীতে ঢালু খাল দিয়ে এই জমির জল নিকাশ করে ফেলার সম্ভব না হওয়ায় বৈদ্যুতিক পাম্প সাহায্যে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। পিয়ালীর দক্ষিণ তীরে, উত্তরভাগে চারটি বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে জমিটি থেকে মিনিটে ৩১৫,০০০ গ্যালন জল পাম্প করা হয়। এই সকল পাম্পের জন্য মাঝেরহাট থেকে ১৯ মাইল লম্বা হাইভোল্টেজ ট্রান্সমিশন লাইন (৩৩ কিলোভোল্ট) তার টেনে আনা হয়। এতদ্বারা পাম্পগুলির জন্য ৩০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করা হয়। এই ইলেকট্রিক লাইনটি গড়িয়া, সোনারপুর ও বারুইপুরের মধ্য দিয়ে আনা হয়েছে এবং এই সকল স্থান বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে সুযোগ পেয়েছে।

এই জলাভূমিটিতে জলনিকাশের খাল কাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যাহোক অতিকষ্টে শাখাসমেত ২৫ মাইল খাল কেটে উত্তর ভাগের পাম্প ষ্টেশনটি লাউলিন খালের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল এবং তদ্দ্বারা পাম্পের কাজ ভালভাবে চলছে।

এইভাবে জমিটি জলমুক্ত করে চাষ করা সুরু হয়। ১৯৫৩ সালে জুন মাসে ২৬ বর্গমাইল জমি জলমুক্ত করে চাষোপযোগী করা হয়। এইসব জলমুক্ত জমির মালিকদের এই জমিতে পুনরায় চাষ করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গরু কেনবার জন্য এই অঞ্চলের চাষীদের ১,২৫০০০ টাকা ধার দেন। চাষীদের ধার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাল ধানের বীজ ওখানে মজুত করেন। স্থানীয় চাষীরা যদি সমবায় সমিতি গঠন করে চাষের খরচের জন্য ঋণ চায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাও দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অঞ্চলে একটি সমাজ উন্নয়ন ব্লকও স্থাপন করা হয়।

১৯৫৩ সালের জুন মাসে ২৬ বর্গমাইল জমিতে চাষ সুরু হয়। বাঙ্গালী চাষী সহজে নতুন পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে চায় না বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ ১৪০০ একর জমিতে ট্রাক্টার সাহায্যে খরিফ শস্যের চাষ করান এবং পরে এই জমিতে পাটনাই ধানের চাষ করান। বাকী জমিতে স্থানীয় চাষীরা চাষ করে। এবছর প্রায় ৪৮৫,০৫০ মণ ধান ও রবিশস্য এবং ৪৯৮,৪০০ মণ খড় উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা।

১৯৫৫ সালে জমিগুলি মালিকদের ফেরত দেওয়া হয় এবং তারা বেশ ভালভাবে চাষ ক'রছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে সমস্ত জমিগুলি জলমুক্ত করে চাষোপযোগী করা হয়েছে। পশ্চিমবাঙলায় এইরকম একটি বিস্তৃত চাষোপযোগী উর্বরা জমি আবার বাহির হওয়ায় চাষী উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির একটি সুযোগ হয়েছে। একটি এতবড় জলাভূমির জলনিকাশ করে পশ্চিমবাঙলার এই অন্নকষ্টের দিনে এতটা বাড়তি খাদ্যশস্য পাওয়া বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য।

পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষ করে হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড এবং ইতালীতে পাম্পের সাহায্যে জলবদ্ধ ভূমি উদ্ধার করা হয়ে থাকে; কিন্তু ভারতের একটি বিরাট জলাভূমির জলনিকাশের প্রথম পরীক্ষা হ'ল এই সোনারপুরে। বর্তমানে এটি বোধ হয় এশিয়ার বৃহত্তম জলনিকাশী বন্দোবস্ত। এই কাজে এভাবে

কৃতকার্য হয়ে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ নদীবাহিত বিপুল জলরাশিকে বৃথা বয়ে যেতে না দিয়ে যদি ঠিকমত কাজে লাগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দেশে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই প্রভূত উন্নতি ঘটানো যায়।

সরকার কর্তৃক সম্প্রতি যে বিভিন্ন নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার গুরুত্ব সমধিক।

ময়ূরাক্ষী একটি ছোট পাহাড়া নদী। বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণার উচ্চ ভূভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে ওই জেলার মধ্যে দিয়ে দেড়শো মাইল পথ অতিক্রম করে নদীটি এসে মিশেছে ভাগীরথীতে। সারা বছরে মোট যে পরিমাণ জল এই নদী পথে প্রবাহিত হয় তাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে জেলার অধিকাংশ স্থানের চাষের জমিতে সেচ দেবার উপযুক্ত যথেষ্ট জল পাওয়া যাবার কথা। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ও নদীর জলধারাকে প্রধানতঃ বর্ষাকালেই পাওয়া যেতো ক্ষতিকর আকস্মিক বন্যার আকারে। কাজেই বিচার করে দেখা গেল যে, বাধ বেঁধে বিশাল একটা জলাধার তৈরি ক'রে তাইতে যদি বর্ষার অতিরিক্ত জলটুকুকে বেঁধে রাখার এবং সারাবছর ধরে সেই জলকে বিভিন্ন খালপথে বইয়ে নিয়ে চাষের জমিতে সেচ দেবার ব্যবস্থা করা যায় তবেই বর্ষায় বন্যার গতিরোধ এবং সারা বছরের চাষ বাসের কল্যাণ বিধান করা যায়।

দেখা গেল সাঁওতাল পরগণার মশানযোড় নামক স্থানটিতে যেখানে ময়ূরাক্ষী একটা সরু খাত দিয়ে বয়ে গেছে সেখানটাই বাঁধ বেঁধে জলাধার তৈরি করবার পক্ষে একটি আদর্শ স্থান। তাই একটা বহুমুখী পরিকল্পনা করে ঠিক করা হোলো ওখানে একটা জলাধার তৈরি করে সেই সঞ্চিত জলকে দরকার মত ছেড়ে তার সাহায্যে চাষের জমিতে সেচ, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যাবে। প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য সেচের জলের ব্যবস্থাই।

মশানযোড় দু' হাজার ফুটেরও বেশি দীর্ঘ এবং সর্বনিম্ন ভিত থেকে দেড়শো ফুট উঁচু সেই বাঁধ তৈরি সমাধা হবার পর ১৯৫৫ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রীএল, বি, পিয়ার্সন সাহেবের হাতে। কানাডা সরকার এটি নির্মাণের আনুকূল্যে যে অর্থ-সাহায্য করেন তারই স্মারক হিসেবে এর নামকরণ করা হয় কানাডা ড্যাম।

পরিকল্পনায় ঠিক হয়েছিল নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে নীচের দিকের প্রবাহপথে কুড়ি মাইল দূরে তিলপাড়া নামক স্থানে প্রধান 'বারাজ'টি তৈরী করা হবে এবং বারাজ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দুদিকে দুটো খালের পথে জল বইয়ে দেওয়া হবে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে বারাজ তৈরীর কাজ সুরু ক'রে সেকাজ শেষ করা গেল ১৯৫১ সালের জুন মাসে। এজন্য খরচ পড়লো এক কোটি দশ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় খাল দুটির উদ্বোধন করলেন ১৯৫১ সালের ২৯শে জুলাই। এইভাবে সেই বছর প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হোলো।

উত্তর দিকের খালটা, তার গতিপথে ব্রহ্মাণী এবং দ্বারকা এই দুটি নদীর প্রত্যেকটি থেকে একটি ক'রে 'পিক্-আপ বারাজ' ধরে এগিয়ে গেছে। ব্রহ্মাণী বারাজের কাজ ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে আরম্ভ হয়ে ১৯৫৪ সালের জুন মাসে শেষ হয়; তাতে খরচ পড়ে মোট ৩৫ লক্ষ টাকা। দ্বারকা বারাজের কাজ সুরু হয় ১৯৫১ সালের নভেম্বর এবং শেষ হয় ১৯৫৩ সালের জুনে; খরচ পড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ দিকের খালটা তার গতিপথে পার হয়ে গেছে চন্দ্রভাগা, বক্রেশ্বর এবং কোপাই নদীতে। এর মধ্যে চন্দ্রভাগার মুখে একটি 'একুইডাক্ট' এবং অন্য দুটির প্রত্যেকটির মুখে একটি ক'রে 'বারাজ' তৈরি করা হয়েছে।

এইভাবে খালপথে সেচের জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৮৪৭'৩১ মাইল আর সেই সব খালের বিভিন্ন জায়গায় রেগুলেটর, সাইফন, একুইডাক্ট, ব্রিজ, ইনলেট ইত্যাদি যে সব গাঁথনির কাজ করতে হয়েছে তার মোট সংখ্যা হচ্ছে ১৪২৬টি।

ফসলের সম্ভাবনা

খালগুলি থেকে খারিফ শস্যের মরশুমে (জুন থেকে অক্টোবর) ছ'লক্ষ একর জমিতে সেচের জল পাওয়া যাবে। রবিশস্যের মরশুমে (নভেম্বর থেকে মে) পাওয়া যাবে এক লক্ষ কুড়ি হাজার একরে। এ ছাড়া বিহারের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে যে সর্ত্ত হয়েছে তদনুসারে, "ড্যাম"-এর মুখ থেকে যে শাখা খালটি গেছে তার জল থেকে সাঁওতাল পরগণাতে খারিফ মরশুমে কুড়ি হাজার একর এবং রবি মরশুমে পাঁচ হাজার একর অতিরিক্ত জমিতে সেচ দেওয়া যাবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অধীন মোট ভূখণ্ডটির পরিমাপ ১৩৪০ বর্গমাইল। বীরভূমের রাঙামাটি এবং পূর্বাংশের 'খিয়ার' মাটি অঞ্চল, মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাঞ্চল এবং বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানা এই এলেকার অন্তর্গত। ওখানকার কৃষির উপযোগী প্রায় সমস্ত জমিকেই ক্রমে ক্রমে সেচের আওতায় আনা হচ্ছে এবং সম্পূর্ণভাবে পতিত ছিল—এখন জমিও উদ্ধার করা হচ্ছে।

এর ফলে এখন ওখানকার ধানজমির অনেকাংশেই দোফসলী চাষ সম্ভব হোলো; অর্থাৎ সে জমি থেকে ধান ছাড়াও গম, আলু, সরিষা ইত্যাদিও ফলানো চলবে। তাছাড়াও জমিতে আখ এবং তুলার চাষও চলতে পারবে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সেচ ব্যবস্থার ফলে যে অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হবে তার দরুণ আট টাকা হিসাবে ধানের মণ ধরেও বছরে আনুমানিক সাড়ে ছ' কোটি টাকার ধান এবং দেড় কোটি টাকার রবি শস্য পাওয়া যাবে। কাজেই এই পরিকল্পনায় মোট যে ষোলো কোটি এগারো লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। সে খরচটা উঠে আসবে তিন বছরে অতিরিক্ত যে ফসলটা ফলবে তা থেকেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৫৭ সালে অনাবৃষ্টির দরুণ পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ফসল

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের যে অংশে ময়ূরাক্ষীর সেচ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে চাষ হয়েছে সে অংশে ফসল ভালই ফলেছে।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন

কানাডা ড্যাম থেকে মুক্ত জলরাশি যেখানে প্রবলবেগে নীচে নামে সেখানে জলের সেই তোড়ের মুখে টারবাইন বসিয়ে যে বিদ্যুৎশক্তি পওয়া যাবে তার পরিমাণ চার হাজার কিলোওয়াট। এই শক্তি প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হবে। সরবরাহ অঞ্চলের মধ্যে মহম্মদ-বাজার, আহ্‌মদপুর এবং নলহাটির সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন ব্লকগুলিও পড়ে। ময়ূরাক্ষীর বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে দামোদর বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবস্থার সংযোগ সাধন ক'রে মশানযোরে উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চারের ব্যবস্থাও হয়েছে।

জয়তু জীবতু নেতাজী সুভাষ

(জন্ম—২৩শে জানুয়ারী)

॥ সু-মো-দে ॥

ভারততপন নেতাজী নাও হে
জাতির নমস্কার,

তুমি নাই তাই স্বাধীন ভারতে
জমাট অন্ধকার।

মুক্তি পূজারী দধীচির দল
জীবিত স্বদেশসেবীরা সকল,
উপেক্ষিত ও বিতাড়িত হায়
দেশের সারাৎসার,

বৃটিশ যুগের দালাল ভাঁড়েরা
রাষ্ট্র কর্ণধার।

দুঃস্থ জাতির তাই নিবেদন
হওহে উদয় ভারততপন,
ভাস্বর তেজে কালিমা মুছাও
প্রার্থনা বারবার;

জয়তু জীবতু নেতাজী নাও হে
জাতির নমস্কার।

ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসক

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ভ্রাম্যমান চক্ষু-চিকিৎসক জঙ্গিপুর আগমন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ জঙ্গিপুর হাসপাতালে রোগিগণের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও চশমার ব্যবস্থা দিবেন। আবশ্যক হইলে চোখ অপারেসন করিবেন। কোন প্রকার ফি লাগিবে না।

জেলা মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সার্টিফিকেট আদালত

নিলামের দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

২৭নং ৫৭-৫৮ সাটি জারী সাটিধারী তনশুকদাস শেঠি সাটিখাতক জবেদ আলি বিশ্বাস সাং থানাবাড়ী দাবি ৭৮-৩৪ নঃ পঃ থানা •সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ২-৪৩ শতকের কাত ১০॥/৬ তন্মধ্যে ৭৪ শতক জমি আঃ ২৫৲ খং নং ২২৭০

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

এতদ্বারা ডিং রঘুনাথগঞ্জের অধীন তালাই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দকে জানান যাইতেছে যে ঐ থানার অধীন আইলের উপরের দুলুপদ মণ্ডলের স্ত্রী বাঁচো মণ্ডলানী তালাই গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীশ্রী৺কালীমাতা দেবীর গ্রাম্য সালিশে নিযুক্ত সেবাইত ও ট্রাষ্টি ভবানী মণ্ডলের পুত্র মানিক মণ্ডল ও দুর্য্যোধন মণ্ডলের পুত্র অর্জ্জুন মণ্ডল বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত জোতের জন্য ৬। ৫৮ অন্য মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় তালাই গ্রামের কোন লোক পক্ষ হইয়া মামলা চালাইতে ইচ্ছা করিলে আগামী ১৪।২।৫৮ তারিখে উক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দর্শাইবেন, নচেৎ ভবিষ্যতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

তপশীল চৌহদ্দি--মৌজে তালাই খতিয়ান নং ৩৭৪ দাগ নং ১৪৯৬ উত্তরে মহেন্দ্র পরিমাণ '৪৮ দাগ নং ১৫৬২ উত্তরে স্বর্ণলাল গং পরিমাণ '২৫ মোট ৭৩ শতক জমা ১।• টাকা।

By order of the Court
Sd/- L. M. Dutta
Sharistadar, Munsif's Court, Jangipur.
18. 1. 58

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মিউনিসিপাল কমিশনারগণ অত্র মিউনিসি-প্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত রঘুনাথগঞ্জ—সনাতনগর সদর ফেরীঘাট এবং ডোমপাড়া গাড়ীঘাট উপযুক্ত ইজারাদার পাইলে আগামী তিন বৎসরের জন্য এককালীন নগদ মূল্যে অথবা বাৎসরিক অগ্রিম কিস্তিতে ইজারা বন্দোবস্ত দিবার মনস্থ করিয়াছেন। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আগামী ২৭শে জানুয়ারী মধ্যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার-ম্যান বরাবর নগদ মূল্য এবং বাৎসরিক কিস্তি উল্লেখে লিখিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ইতি—১৮।১।৫৮

শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকারের অফিসের নোটিস বোর্ডে এবং সে সঙ্গে জেলার প্রান্তবর্তী মহকুমা অফিসের নোটিস বোর্ডে যে সকল ব্যক্তি জনব্যবহারোপযোগী যানের পারমিটের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং যাঁহারা ষ্টেজ-ক্যারেজ ও জনব্যবহারোপযোগী যানের লাইসেন্স রিনিউ করিতে চান তাঁহাদের নামের তালিকা টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নোটিস প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে এই সম্পর্কে যে কোন প্রতিবাদ নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।

স্বাঃ—আর, এন, রায়, সচিব আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

বিক্রয়

একটী চালু উৎকৃষ্ট ১৫—১৬ আই-কে মেসিন, ৮নং হলার ও গম পেষাই যাঁতা বিক্রয় হইবে। খোঁজ নিন।

গোলাম মোহবুব মিঞা
সাং শীতলপাড়া, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত